R. N. No. 2532/57

Regd. No. WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-৯৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিণ্ডিকেট
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত মূল্যে
সিমেণ্টের জন্য
যোগাযোগ করুন
পঃ বঃ সরকার অনুমোদিত ডিলার
এস, কে, রায়
হার্ডওয়ার ষ্টোর্স
রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—৪

৬৫শ বর্ষ
৪৮শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ১১ই বৈশাখ বুধবার, ১৩৮৫ সাল।
২৫শে এপ্রিল, ১৯৭৯ সাল।

নগদ মূল্য : ১৫ পয়সা
বার্ষিক ৭৲, সডাক ৮৲

কমিশনে দুই পুলিশ অফিসার অভিযুক্ত, শুনানী তিরিশে

রঘুনাথগঞ্জ, ১১ এপ্রিল—পশ্চিম বাংলার চক্রবর্ত্তী কমিশনে জঙ্গিপুরের পূর্বতন দু'জন পুলিশ অফিসার উদয় দত্ত এবং শ্রীকেশ মণ্ডল অভিযুক্ত হয়েছেন। অভিযোগ জরুরী অবস্থায় এখানে কর্মরত থাকার সময় বিনাপরাধে বসুমতী পত্রিকার সাংবাদিক বিমান হাজরাকে একটি সাম্প্রদায়িক মামলায় জড়িয়ে মিসা আইনে গ্রেপ্তার করার। উদয় দত্ত তখন জঙ্গিপুরের এস ডি পি ও এবং মণ্ডল রঘুনাথগঞ্জ থানার অফিসার ইন-চার্জ ছিলেন। আগামী ৩০ এপ্রিল থেকে কলকাতার আলিপুরে মামলাটির শুনানী শুরু হবে। শুনানীতে প্রায় চল্লিশ জন সাক্ষী হাজির হবেন বলে জানা গেছে। অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে শাহ কমিশনে যে অভিযোগ পাঠানো হয় তারই পরিপ্রেক্ষিতে এই মামলা উঠেছে। কমিশন সংস্রাধিক মামলার মধ্যে ২১৮টিকে বিচারযোগ্য বলে গণ্য করে ১৭ এপ্রিল থেকে শুনানীর কাজ শুরু করেছেন। বিমান হাজরার গ্রেপ্তার সংক্রান্ত অভিযোগটি দ্বিতীয়। অভিযোগে বলা হয়েছে, 'পুলিশ অফিসারেরা সাম্প্রদায়িক ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে দিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা সাজিয়েছেন। হাজরা কোন ঘটনার সঙ্গে আদৌ জড়িত ছিলেন না। ১৯৭৬ সালের ১৭ জানুয়ারী গ্রেপ্তারের পর কোমরে দড়ি ও হাতে হাতকড়া পরিয়ে তাঁকে বহরমপুর সেন্ট্রাল জেলে নিয়ে যাওয়া হয়। এবং তাঁর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করা হয়।' অভিযুক্ত দুই পুলিশ অফিসার আদালতে এক স্বীকারোক্তি দিয়ে বলেছেন, বিমান হাজরার বিরুদ্ধে তৈরী হিস্ট্রি সীটে তৎকালীন পুলিশ সুপার ও জেলা শাসকের স্বাক্ষরের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁকে মিসায় গ্রেপ্তার করা হয়। দত্ত বর্তমানে এ্যাডিশনাল এস পি এবং মণ্ডল ইনসপেকটর অব পুলিশ হিসেবে কর্মরত রয়েছেন।

সংস্কৃতি মেলা সাড়ম্বরে উদ্‌যাপিত

বিশেষ প্রতিনিধি : জঙ্গিপুর মহকুমা সংস্কৃতি পরিষদের উদ্যোগে ২য় বার্ষিকী সংস্কৃতি মেলা সাড়ম্বরে উদ্‌যাপিত হল রঘুনাথগঞ্জ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে। ১৩—১৭ এপ্রিল পাঁচদিনের অনুষ্ঠানের প্রধান আকর্ষণ ছিল বইমেলা। কলকাতার ২০টি পুস্তক প্রকাশক সংস্থা এই মেলায় অংশ গ্রহণ করে। বই বিক্রী হয় ৯৪৩৪ টাকার, মফঃস্বল শহরের বুকে যা কল্পনাতীত। এ ছাড়াও ছিল একাঙ্ক নাট্যানুষ্ঠান। ১৫ এপ্রিল মির্জাপুর নবভারত স্পোর্টিং ক্লাব 'রাজযোটক', ১৬ এপ্রিল সাগরদীঘির দোহালী মিলন সংঘ 'মুচির ছেলে' ও রঘুনাথগঞ্জের অনামী নাট্য সংস্থা 'সুর যেখানে ছন্দ খোঁজে' নাটকগুলি সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ করে। ১৩ এপ্রিল বইমেলা উদ্বোধন করেন কবি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত। এই উপলক্ষে অনুষ্ঠিত সভায় তিনি বলেন, গত ২০/২৫

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ফরাক্কা পুলিশের হাতে সাংবাদিক নির্যাতিত

সত্যনারায়ণ ভকত : শোনা মাত্রই ভালো মতনই অবিশ্বাস্য ঠেকেছিল আমাদের এও কি সম্ভব ! যাঁর ক্ষুরধার লেখনীকে ঠ্যাকা দিতে পারেনি যে জরুরী অবস্থা বা ভারত রক্ষা আইন সেই মাথ-না-নোয়ানো মুরশিদাবাদ জেলার দুর্দান্ত সাংবাদিক সমর পাণ্ডেকে গণতন্ত্রের অতন্দ্র প্রহরী ফরাক্কা থানার মোটরগাড়ী বোঝাই সশস্ত্র পুলিশরা হনীসহ দু'জন পুলিশ অফিসার গত সাতই এপ্রিল শনিবার রাতে বাড়ী থেকে তুলে নিয়ে থানায় নিয়ে যায়। শুধু জিজ্ঞাসাবাদ, নাকি এর পেছনে কোন গোপন কারণ আছে ? শুধু সমরবাবুই (মানিকবাবু) নয়, তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র উদীয়মান আইনজীবী রথীন পাণ্ডেকেও মিথ্যা অভিযোগে একই গাড়ীতে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়।

গিয়েছিলাম আমাদের সমরদার সাথে দেখা করতে। হ্যাঁ, কেউ না জানলেও আমরা জানি তাঁর লেখনীর মাধ্যমে জেলায় অবদানের কথা। ১৩৫২ সাল

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

থানার দারোগার হাতে প্রাঃ শিক্ষক লাঞ্ছিত

সাগরদীঘির, ২০ এপ্রিল—সাগরদীঘি সারকেলের গাঙ্গাড্ডা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক জয়চাঁদ দাস সাগরদীঘি থানার বড় দারোগা ফণিভূষণ সরকারের হাতে লাঞ্ছিত হয়েছেন বলে সারা বাংলা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সাগরদীঘি থানা শাখার সম্পাদক মনোজ দত্ত অভিযোগ করেছেন। লিখিত ভাবে তিনি জানিয়েছেন, জোনসী মোড়ের একটি

(৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

উদ্বাস্তু উপেক্ষিত

জঙ্গিপুর, ২৫ এপ্রিল—আঠাত্তরের বিধ্বংসী বন্যায় রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকের কৃষ্ণশাইলের শত শত গৃহহারা উদ্বাস্তু খোলা আকাশের নীচে চরম অবহেলার মধ্যে দিনযাপন করছেন। বন্যার সময় এঁরা আশ্রয় নিয়েছিলেন তেঘরি হাসপাতালের সামনে। সেই থেকে এখনও তাঁরা উপেক্ষিত হয়ে সেখানেই বাস করছেন। পুনর্বাসনের জন্য বহু আবেদন নিবেদন করেও কোন ফল

(৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

অনশন ধর্মঘট

ফরাক্কা ব্যারেজ, ২৫ এপ্রিল—ফরাক্কা ব্যারেজ প্রোজেক্ট ষ্টাফ এ্যাণ্ড ওয়ারকস্ মেনের ডাকে বিভিন্ন দাবি-দাওয়ার ভিত্তিতে ১৬ এপ্রিল থেকে ব্যারেজের প্রায় তিন হাজার কর্মী অনশন ধর্মঘট শুরু করেন। তাঁদের এই অনশন পালাক্রমে ২৩ এপ্রিল পর্যন্ত চলে। আজ জেনারেল ম্যানেজারের অফিসে স্মারকলিপি পেশ করা হয়।

সরকারী অনুদান

বিশেষ প্রতিনিধি : রাজ্য সরকার পাবলিক হল বা টাউন হল সংস্কার অথবা সম্প্রসারণের জন্য পঞ্চাশ শতাংশ অনুদান দানের যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, তারই পরিপ্রেক্ষিতে জঙ্গিপুর মহকুমা শাসকের প্রস্তাবের ভিত্তিতে স্থানীয় রবীন্দ্র ভবনের জন্য চল্লিশ হাজার টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে। এ খবর দিয়ে মহকুমা শাসক মীরা পাণ্ডে জানিয়েছেন, টাকাটা কিভাবে খরচ হবে তা ঠিক করবেন কমিটি। বাকী পঞ্চাশ শতাংশ দিতে হবে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে। প্রসঙ্গতঃ স্মর্তব্য,

(৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ভাঙন প্রতিরোধ

ধুলিয়ান, ২৩ এপ্রিল—এতদিন বর্ষা ও বন্যার সময় গঙ্গাভাঙন প্রতিরোধের কাজে বহু দুর্নীতির অভিযোগ উঠতো। বর্তমান বামফ্রণ্ট সরকার এ ব্যাপারে যে ব্যবস্থা নিয়েছেন তাতে দুর্নীতির সম্ভাবনা অনেক কমে গিয়ে সুষ্ঠুভাবে কাজ এগোচ্ছে বলে ওয়াকিবহাল মহল সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। কারণ সম্পর্কে জানা গেছে, রাজ্য সরকার সময়মত ভাঙন প্রতিরোধে সচেষ্ট হওয়ায় এবং বামফ্রণ্ট সরকারের শরীক দল ও বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের তৎপরতায় দুর্নীতি বহুলাংশে হ্রাস

(৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১১ বৈশাখ বুধবার, ১৩৮৬।

বইমেলা

জঙ্গিপুরের সাংস্কৃতিক চেতনা চুপিসারে আরও এক ধাপ আগাইয়া গেল। সদ্যসমাপ্ত বইমেলা ছিল তাহার বাহন। উদ্যোক্তা ছিলেন জঙ্গিপুর মহকুমা সংস্কৃতি পরিষদ। ১৩-১৭ এপ্রিল—রঘুনাথগঞ্জ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে পাঁচদিনব্যাপী এই মেলার প্রতিটি দিন সহস্র সহস্র দর্শকের উপস্থিতি এবং গ্রন্থ ক্রয়ের প্রবণতা পরিষদের উদ্দেশ্যকে সম্পূর্ণ না হইলেও কিছুটা অন্ততঃ সাধন করিয়াছে এই কথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

মানুষের রুচি, আচার-আচরণ সবই সংস্কৃতির এক একটি অঙ্গ। গত বৎসর জন্মলগ্নে এই পরিষদ বহু বাধা-বিপত্তি এবং সমালোচনার সম্মুখীন হইয়াও সাফল্যের সহিত কিছু প্রদর্শনী এবং লোকায়ত শিল্পিগণকে একই মঞ্চে একত্রিত করিয়া সাংস্কৃতিক চেতনা বিকাশের পথকে সুগম করিয়াছিল। তাহার ফল এবার ফলিয়াছে। মহকুমার মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাহায্য ও সহযোগিতার হস্ত প্রসারিত করিয়াছেন। সহযোগিতা করিয়াছেন কলিকাতার বহু পুস্তক প্রকাশক সংস্থা। এই মেলার মাধ্যমে মফঃস্বলের পাঠকবর্গের সহিত তাঁহাদের যে ভাবের আদান-প্রদান হইয়াছে পরবর্তী বৎসরগুলিতে তাহা কাজে লাগিবে। পরিষদ আর কিছু না করুক, সাংস্কৃতিক চেতনা বিকাশে এবং গ্রামবাংলার গুণীজনকে পরিচিতি ও যোগ্য সম্মান দানে যে কার্পণ্য করে নাই, কট্টর সমালোচককেও তাহা স্বীকার করিতে হইবে। তাহা পারিয়াছে বলিয়াই বইমেলা এবং নাট্যানুষ্ঠান এত সাফল্যের সহিত উদ্‌যাপিত হইয়াছে। সকলে আশা করেন, এই পরিষদ ভবিষ্যতে জঙ্গিপুর মহকুমার মুখ অধিকতর উজ্জ্বল করিতে সমর্থ হইবেন এবং সাংস্কৃতিক চেতনার ক্রমবিকাশের ভাবধারাকে বহুমুখী খাতে প্রবাহিত করিতে সক্ষম হইবেন।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

দুর্নীতির তদন্ত হোক

আমরা রঘুনাথগঞ্জ থানার অন্তর্গত জরুর অঞ্চলের অধীন নিস্তা গ্রামের অধিবাসী। আমাদের গ্রামে গ্রাম পঞ্চায়েৎ এর মাধ্যমে কাজের বদলে খাদ্য প্রকল্পে যে দুটি কাজ আরম্ভ হয়েছে, তা হচ্ছে (১) রাস্তা মেরামত ও (২) স্কুল পুনর্গঠন। রাস্তা মেরামত কাজটি অর্ধেক করিয়া সম্পূর্ণ খরচ দেখান হইয়াছে। তদন্ত করিলে দেখা যাইবে অর্ধেক টাকা বা গম খরচ হয় নাই। আবার স্কুল মেরামতের জন্য ৯০০.০০ নয় শত টাকা নগদ ও ১০,৮০.০০০ কেজি গম মঞ্জুর হয়েছে, তার মধ্যে ১৫০/২০০ টাকা খরচ করিয়া দেওয়ালের গোড়ায় মাটি দিয়া সমস্ত টাকা খরচ দেখান হইয়াছে। স্কুলের দেওয়াল পূর্বে যেমন ভগ্ন অবস্থায় ছিল সেই অবস্থায় থাকিয়া গিয়াছে। গ্রামবাসিগণ এই অন্যায়ের প্রতিবাদ জানাইলে গ্রামসভার সদস্য সেই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেন এবং ইচ্ছামত কাজ করিব বলিয়া মত প্রকাশ করেন। ইহাতে আমরা ভীত হইয়া পড়িয়াছি। স্কুলটি যে কয়দিনের মধ্যে নষ্ট হইয়া যাইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।—লক্ষ্মণ ঘোষ ও আরো ১৪ জন গ্রামবাসী।

পুলিশের গুলিতেই মরেছে

মুর্শিদাবাদ জেলার সুতী থানার হারুয়া গ্রামে গত ৯-৪-৭৯ তারিখে যে ৪ ব্যক্তি নিহত হয়েছেন সেই ঘটনাকে নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পুলিশ প্রশাসন যে ভাবে case সাজিয়েছেন তাহা অত্যন্ত ন্যক্কারজনক। আমি এই পুলিশ রিপোর্টের তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি এবং আসল ঘটনা উদ্‌ঘাটনের জন্য বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবী করছি। নিহত ৪ জন লোকই পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছে। নিরপেক্ষভাবে তদন্ত করলে অতি সহজেই এ কথা জানা যাবে। প্রথমে মারা যায় সি পি এম এর ২ জন আব্দুল মাজির এবং হুমায়ুন। পরে মারা যায় আর এস পির আবু মোতাল্লেব এবং কংগ্রেসের কালু সেখ অথচ পুলিশ প্রশাসন বলেছেন কংগ্রেস দলের লোকেরা লাইসেন্সবিহীন বন্দুক ব্যবহার করে সি পি এম এর দুজনকে মেরেছে এবং পরে পুলিশের গুলিতে কংগ্রেস এবং আর এস পির লোক মারা গিয়েছে। এই রিপোর্ট আদৌ সত্য নয়। পুলিশের উপর ইট-পাটকেল সি পি এমের লোকেরাই ছুঁড়েছিল। বর্ত্তমানে গ্রামে সি পি এম এর লোক ছাড়া অন্য কোন লোক নেই। কংগ্রেস ও আর এস পি লোকদের অন্যায় হয়রানি ও জুলুম করার জন্য সি পি এম এর চাপে পুলিশ প্রশাসন এই ঘটনাকে এই ভাবে সাজিয়েছে, পুলিশের এই রিপোর্ট সম্পূর্ণ অসত্য।—মোঃ সোহরাব, এম এল এ

বিনোবা বাজি

হরিলাল দাস

বিনোবা ভাবে অনশন শুরু করেছেন। তাঁর দাবি: পশ্চিমবঙ্গে ও কেরলে আইন করে গোহত্যা বন্ধ করতে হবে। তিনি সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করছেন। কিন্তু কেন? অনশন কি রাজনৈতিক অস্ত্র না নৈতিক অস্ত্র? যদি নৈতিক অস্ত্র হয় তবে যাঁরা গোমাংস খান তাঁদের কাছে তিনি আবেদন করুন। ব্যর্থ হলে তখন তাঁদের প্রতি অনশনের চাপ প্রয়োগ করতে পারেন। কিন্তু কোন সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করার মানেই হচ্ছে তিনি অনশনকে রাজনৈতিক কৌশলে ব্যবহার করছেন।

বিনোবা কি জানেন না যে, মদ্যপান যেখানে আইনতঃ নিষিদ্ধ সেখানে সুরার ফল্গুধারা প্রবাহিত। ঘুস দেওয়া এবং নেওয়া আইনানুমোদিত নয়, কিন্তু ঘুস কি বন্ধ হয়েছে? আইন হলেই গোহত্যা নিবারণ হবে?

অনশনের বিরূপ প্রতিক্রিয়া এর মধ্যেই শুরু হয়ে গেছে। কোচিনের কাছে এক স্থানে কয়েক শ' লোক প্রকাশ্য রাস্তায় গোমাংস রান্না করে খেয়েছেন। এর পর কি হবে?

বিনোবার এই অনশনের বিরুদ্ধে পাল্টা দাবী নিয়ে একদল লোক অনশন শুরু করতে পারেন তখন কি হবে? কোচিনে যা শুরু হয়েছে নানা আকারে সেই আগুন দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়লে তা কি বিনোবা ও তাঁর আশ্রমবাসীরা ঠেকাতে পারবেন?

জয়প্রকাশ নারায়ণ আবেদন করেছেন, বিনোবার মূল্যবান জীবন রক্ষা করতে। জয়প্রকাশের নিজের জীবনও অতি মূল্যবান। তাই জনতা সরকার তাঁর জীবন বাঁচাতে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করছেন। ডাইলেসিস দিতে যত খরচ হচ্ছে তা দিয়ে অন্ততঃ পাঁচটা বড় হাসপাতাল খোলা যায়। ভারতবর্ষে চিকিৎসার অভাবে প্রতিদিন বহুলোক মারা যাচ্ছে কিন্তু আমাদের যশলোক হাসপাতালে জে পির মত লোকেরাই শুধু চিকিৎসিত হন। কাজেই গান্ধীশিষ্যদের জীবন অন্যান্য ভোটদাতা নাগরিকদের জীবনের চেয়ে বহু মূল্যবান হতেই হবে।

তাই সেই মূল্যবান জীবনধারীর প্রাণে কেবলমাত্র গোরুর জন্যই দরদ উথলে উঠেছে। মেষ-মোষ ও পাঁঠা বাল, মাংসাহার কিম্বা মাছ খাওয়াতে কোন জীবন হানি হয় না? যদি তিনি জীবহত্যা নিবারণের জন্য অনশন আরম্ভ করতেন তবে তাঁর নৈতিক উদ্দেশ্যটা বোঝা যেত। কিন্তু শুধু গোহত্যা নিবারণের জন্য অভিযান কি উদ্দেশ্যে? (বেবিফুডের কল্যোবাজারী বন্ধ হলে দুগ্ধ সমস্যার সমাধান হয়ে যায়)

বিনোবা বরাবরই রাজনীতি-ঢাকের বাঁয়া। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এই সাধুবেশী আচার্যের পদযাত্রা ও ভূদান যজ্ঞ। তাই তাঁর পদযাত্রার পথে সরকারী গাড়ীর ভিড় থাকে, পুলিশসহ বহু সরকারী কর্মচারীর 'ডিউটি' থাকে এবং সরকারী সামর্থের যোগান থাকে।

চুরাশি বছরের বৃদ্ধ বিনোবা তাঁর এই দীর্ঘ জীবনে কি মানব কল্যাণকর কাজ করেছেন? তাঁর বহু আরম্বড়ের ভূদান যজ্ঞ কি কোথাও সফল হয়েছে? তিনি কি অস্পৃশ্যতা দূরীকরণে সফল হয়েছেন? আজও বিত্তবানেরা, যাঁরা আশ্রমে আশ্রমে মধুর যোগান দেন—হরিজনদের পিটিয়ে মারছেন, পুড়িয়ে মারছেন। বিনোবা হরিজনদের কি রক্ষা করেছেন? গান্ধীজীর প্রিয়জন হরিজনদের রক্ষা করার জন্য তাঁর ভূমিকা কি?

জরুরী অবস্থার উগ্র সমর্থক এই সন্তব্যক্তিটির দুয়ারে আজ মোরারজীই বা ছুটে যাচ্ছেন কেন?

রাজনীতিতে যাঁরা দেউলিয়া হয়ে যান তাঁরা সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা বাধিয়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা করেন ও রাজনৈতিক মুনাফা তোলেন। বর্তমানে বিনোবার এই অনশনে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করে দেশে অশান্তির আগুন ছড়িয়ে দেবার ইন্ধন আছে। এই আগুনে পুড়ে মরবে সাধারণ মানুষ। দেশের

(৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

শিক্ষক লাঞ্ছিত

(১ম পৃষ্ঠার পর)

চায়ের দোকানের কাঠ চুরির প্রতিকার ও নিরাপত্তার জন্য দোকানদারকে নিয়ে থানায় এলে দারোগা তাঁকে 'দালাল' বলে তিরস্কার করেন এবং 'চুলের মুঠি ধরে টেনে' থানার ভিতর থেকে বের করে দেন। ১৩ এপ্রিল সমিতির পক্ষ থেকে ঘটনার বিবরণ জানতে চাওয়া হলে দারোগা সমস্ত দোষ স্বীকার করেন। মনোজবাবু আরো জানিয়েছেন, 'দারোগা সমস্ত দোষ স্বীকার করলেও দৈহিক অত্যাচারের বিষয়ে সুস্পষ্ট উত্তর দেননি।'

উদ্বাস্তু উপেক্ষিত

(১ম পৃষ্ঠার পর)

হয়নি। দলবাজির আবর্তে এঁদের মধ্যে গৃহনির্মাণ অনুদানও সুষ্ঠুভাবে বণ্টন করা হচ্ছে না বলে অভিযোগ। এঁদের পুনর্বাসনের ব্যাপারে স্থানীয় প্রশাসনকে দলবাজির ঊর্ধ্বে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি উঠছে।

সরকারী অনুদান

(১ম পৃষ্ঠার পর)

মহকুমা শাসক সুতী ২নং ব্লকের বাজিতপুর রবীন্দ্র পাঠাগার, রঘুনাথগঞ্জ রবীন্দ্র ভবন এবং মিরজাপুর শিবরাম স্মৃতি পাঠাগারের জন্য তিনটি প্রকল্প পেশ করেছিলেন। তার মধ্যে কেবলমাত্র রবীন্দ্র ভবন সরকারী অনুদান লাভ করেছে। টাকার অভাবে ভবনটি দীর্ঘদিন ধরে অসম্পূর্ণ অবস্থায় পড়ে রয়েছে। বাকী দুটি প্রকল্পের অনুদান মঞ্জুর সম্পর্কে মহকুমা শাসক কোন খবর দিতে পারেননি।

ভাঙন প্রতিরোধ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

পেয়েছে এবং ঠিকাদারদের আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। এলাকায় ভাঙন প্রতিরোধে আরো অর্থ মঞ্জুরির প্রয়োজন রয়েছে। জনসাধারণ আশা করছেন, এভাবে কাজ চলতে থাকলে ভাঙন প্রতিরোধ অবশ্যই সম্ভব হবে।

জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যালিটি

১৯৭৯-৮০

নিলাম ইস্তাহার

এতদ্দ্বারা নিলাম ডাকেচ্ছু জনসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যালিটি পরিচালিত রঘুনাথগঞ্জ সদর ফেরীঘাট এবং এনায়েতনগর ডোমপাড়া গাড়ীঘাট আগামী ১২ই মে ১৯৭৯ সাল শনিবার বেলা ২ ঘটিকায় ১৯৭৯ সালের ১লা জুন মাস হইতে ১৯৮০ সালের ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত মোট ১০ মাসের জন্য প্রকাশ্য নিলামে কমিশনারগণ কর্তৃক ইজারা বন্দোবস্ত দেওয়া হইবে।

১। দফাওয়ারী বিশদ সর্ত্তাবলী নিলাম ইস্তাহারে এবং মিউনিসিপ্যাল অফিসে দেখিতে পাওয়া যাইবে।

২। তথাপি জানানো যায় যে, যে ব্যক্তি পূর্ব্ব ইজারার টাকা শোধ করেন নাই বা যথারীতি কবুলিয়ত সম্পাদন ও রেজেষ্ট্রী করেন নাই, কমিশনারগণ তাঁহাকে ডাক করিবার অনুমতি না দিতে বা ডাক করিলে তাহা অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন।

৩। ডাক আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে কমিশনারগণের সম্মুখে উপরোক্ত সদর ফেরীঘাট এবং ডোমপাড়া গাড়ীঘাট ইজারার জন্য ৫০০০ (পাঁচ হাজার) টাকা করে আমানত জমা (Earnest or table money) জমা দিতে হইবে। ডাক চূড়ান্ত হওয়ার পর যথা নিয়মে ফেরত দেওয়া হইবে।

৪। যাঁহার ডাক মঞ্জুর হইবে তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ ডাক মঞ্জুরির টাকার ¼ ভাগ (অংশ) জমা দিতে হইবে। বাকী টাকা মাসিক সমান কিস্তিতে আগামী অক্টোবর মাস মধ্যে পরিশোধ করিতে হইবে।

৫। সাধারণতঃ সর্ব্বোচ্চ ডাককারীকে ইজারা দেওয়া হইবে কিন্তু কমিশনারগণ বা ডাককর্ত্তা বিবেচনা করিলে সর্ব্বোচ্চ ডাক বা যে কোন ডাক বিনা কারণ দর্শাইয়া অগ্রাহ্য করিয়া বিনা ডাকে একসঙ্গে বা পৃথক পৃথক অপরের সহিত বন্দোবস্ত করিতে পারিবেন এবং প্রয়োজন বোধ করিলে কমিশনারগণ ডাকের দিন পরিবর্ত্তন করিতে বা ডাক স্থগিত রাখিতে পারিবেন।

ডাকের স্থান - রঘুনাথগঞ্জস্থ মিউনিসিপ্যাল অফিস।

শ্রীগৌরীপতি চট্টোপাধ্যায়
২১-৪-৭৯ চেয়ারম্যান
জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যালিটি
রঘুনাথগঞ্জ

বে-আইনী উপায়ে বিদ্যুৎ সংযোগ করে

বিপদের ঝুঁকি নেবেন না

কিছুদিন ধরে বিভিন্ন অঞ্চলে পর পর কতগুলি বিদ্যুৎস্পৃষ্ট জনিত দুর্ঘটনার খবর এসেছে। অনুসন্ধান করে দেখা গেছে যে বে-আইনী বিদ্যুৎ সংযোগের চেষ্টাই এইসব দুর্ঘটনার কারণ। বিদ্যুৎ যেমন মানুষের দৈনন্দিন জীবনে নানা সুখ স্বাচ্ছন্দ্য এনে দিয়েছে তেমনি বিদ্যুৎ ব্যবহারে সামান্য অসাবধানতা মুহূর্তে বিপদ ডেকে আনতে পারে। এই কারণেই বিদ্যুৎ সংযোগ ও বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির ব্যবহারের উপর রয়েছে কিছু সরকারী আইন কানুন ও নিয়ন্ত্রণবিধি। এগুলি মেনে চলা আইনের দৃষ্টিতে বাধ্যতামূলক। বে-আইনী বিদ্যুৎ সংযোগের চেষ্টায় প্রাণহানির আশঙ্কা সব সময়েই রয়েছে। তাছাড়া, এতো চুরিরই নামান্তর। আইনসঙ্গত বিদ্যুৎ গ্রাহকদের ঐসব বে-আইনী বিদ্যুৎ সংযোগ ও বিদ্যুৎ চুরির জন্য প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ সরবরাহ করা সম্ভব হয় না। বিদ্যুৎ সংযোগের যে কোন প্রয়োজন আপনার নিকটবর্তী বিদ্যুৎ সরবরাহ কেন্দ্রকে জানান। তাদের নির্দেশ মতো কাজটা উপযুক্ত সরকারী লাইসেন্সপ্রাপ্ত লোকদের দিয়ে করান।

কোন বে-আইনী সংযোগ নজরে এলেই বিদ্যুৎ পর্ষদের দপ্তরে খবর দিন। এতে শেষ পর্য্যন্ত লাভ আপনারই।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ

WEST BENGAL STATE ELECTRICITY BOARD ESTD 1955

EEB 484/78

বিনোবা বাজি

(২য় পৃষ্ঠার পর)

সাধারণ মানুষের রাজনৈতিক চেতনাকে ভিন্ন পথে প্রবাহিত করে শুকিয়ে মারার এই কৌশল। এই ভোজবাজি যাতে কার্যকর হতে না পারে তার জন্য সাধারণ মানুষকে ধৈর্যশীল হতে হবে, সজাগ থাকতে হবে, প্রীতি ভ্রাতৃত্বে অবিচ্ছিন্ন থাকতে হবে। ভুললে চলবে না যে এই সুবৃহৎ গণতন্ত্রে আপনার আমার জীবনের কোন মূল্য নেই দেশের সবচেয়ে বড় মহাশয়দের কাছে

সংস্কৃতি মেলা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বছরে পশ্চিমবঙ্গে একটা ন যুগের সূচনা হয়েছে। আগে মনের খোরাক যোগাবার মত বই পাওয়া যেত না। এখন দেশের ও বিদেশের সব বই-ই পাওয়া যাচ্ছে। সে যুগে এটা কল্পনাই করা যেত না। এখনকার যুবসমাজের কাছে এটা একটা বাড়তি সুযোগ। প্রধান অতিথির ভাষণে রাজ্য কারা ও পঞ্চায়েত মন্ত্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, মফঃস্বলে বইমেলা দেখে গর্ববোধ করছি। ১৯৬৩ সালে রাজ্যের মধ্যে প্রথম বইমেলার আয়োজন করা হয় এই রঘুনাথগঞ্জ শহরেই। মিলনের মালা গাঁথার বাহন হচ্ছে বই, ছোট হলেও এর মূল্য অপরিসীম। সভ্যতার বিষম সংক্রান্ত লগ্নে আমরা উপস্থিত হয়েছি। ভোগবাদসর্ব্বস্ব সমাজে মালিন্যের দিক প্রকাশিত হচ্ছে—এটাই বিকৃত সংস্কৃতি। মনের চাষ যদি সংস্কৃতির সংজ্ঞা হয় তবে আমরা সবাই সংস্কৃতিবান। আমাদের সকলেরই আজ সংস্কৃতির মঞ্চে উপস্থিত হবার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।

অনুষ্ঠানে কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। মেলাকে সাফল্যমণ্ডিত করে তোলার জন্য সকলকে ধন্যবাদ জানান পরিষদের সভাপতি ডাঃ গৌরীপতি চট্টোপাধ্যায়।

সাংবাদিক নির্যাতিত

(১ম পৃষ্ঠার পর)

থেকে তিনি আনন্দবাজার, হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত। দীর্ঘ সাতাশ বছর তাঁর লেখনী কখনও কারু তোয়াজ করেনি। কংগ্রেসী আমলেও চেষ্টা যে হয়নি তা নয়, কিন্তু সম্ভব হয়নি পুলিশের তখন। কিন্তু এবার থানায় নবাগত ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী শিবশংকর চৌধুরীর পক্ষে সম্ভব হলো। আর সম্ভব হলো থানার সেকেণ্ড অফিসার সাব ইন্সপেক্টার সন্তোষ সমাদ্দার এবং জমাদার দয়াল মুখার্জীর পক্ষে। একদিকে মহাপরাক্রমশালী শিব তাই দোসর সন্তোষ আর দয়াল চাই কি একেবারে মহাপরাক্রমে কাজ করে সন্তোষ লাভ করেছেন। ঠিকই করেছেন তাঁরা তাঁদের প্রকৃতি অনুযায়ী। শুধু তাই নয় সন্তোষবাবু গ্রেফতার করে নিয়ে যাচ্ছেন বলে শাসিয়েছিলেন। থানায় এক ঘণ্টা আটক রাখার পর জিজ্ঞাসাবাদ করে ছেড়ে দেওয়া হয় রাত প্রায় দশটায়।

কিন্তু কি প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল এই অমর্য্যাদাকর অবস্থা সৃষ্টির? প্রশ্নের উত্তরে সমরবাবু জানালেন, "এর উত্তর যারা করেছে তারাই ভাল দিতে পারবে। তবে এটুকু বলতে পারি খাঁকি পোষাক আর ক্রশ বেলটের মহিমা আলাদা। অসীম ক্ষমতার অধিকারী হলেও অভিজ্ঞ অফিসারগণ এ ধরনের কাজ কখনো করেন না বা করেননি অতীতেও। হয়তো চৌধুরী মশাইয়ের বা সমাদ্দার-দের চোখে আমাদের মান-মর্য্যাদা অকিঞ্চিতকর। ওরা জীবের মধ্যে কোন ফারাক দেখে না। সবাই সমান ভাই। ওদের চোখে যে এক হয়ে গেছে জীবালয় দেবালয়ে, শুধু নিজেদের ছাড়া।"

কি ব্যবস্থা নিচ্ছেন এ ব্যাপারে? কিছুই না। আমার যখন মানই নেই, তখন ছাই ঢেলে কি হবে! আনন্দ-বাজার কর্মীদের হয়রান করাই হয়তো উদ্দেশ্য। আর এক প্রশ্নের উত্তরে জানালেন যে, 'হ্যাঁ, পুলিশ বিভাগে ব্যতিক্রম জেলার পুলিশ সুপার সুলতান সিং। তিনিই হয়তো একমাত্র এ্যাকশন নিতে পারেন। তবে তাঁর ইচ্ছা, আমি লিখিত কিছু জানাব না। সাংবাদিকতা লাইনে গুরু কে প্রশ্নের উত্তরে জানালেন, কমল বন্দ্যোপাধ্যায়।

রথীনবাবুকে যে অপমান এবং হয়রান করা হয়েছে সে বিষয়ে কি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে জানতে চাইলে সমরবাবু বলেন, রথীন সে বিষয়ে যা করার করছে। জঙ্গিপুর বার এ্যাসো-শিয়েসনের মান সম্মান জড়িত এ ব্যাপারে আমার কিছু করার নেই।

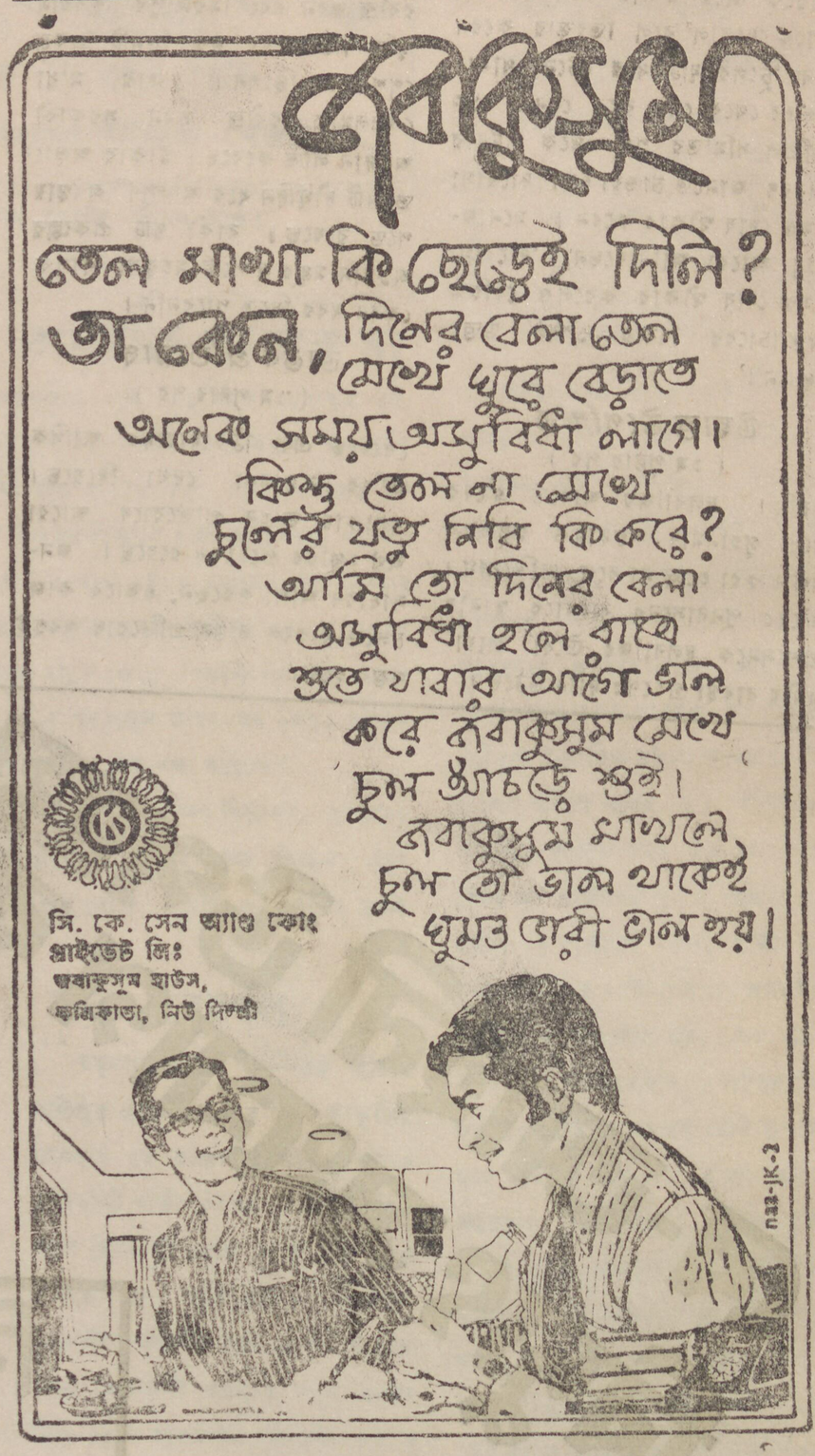

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে
অনুক্রম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Godrej

"The quality is never an accident,
But it is always the result of
an important efforts"

উক্তিটির সার্থক রূপকার *গোদরেজ*। গোদরেজের ষ্টীল আলমারী, অফিস আসবাব এবং রেফ্রিজেরেটর ও টাইপরাইটার এখন ষ্টীলজগতের এক এবং অনন্য। আপনার মনের মত সেরা জিনিসটি আপনি পছন্দ করে নিয়ে যান আমাদের শো-রুম থেকে।

এক এবং অনন্য পরিবেশক—

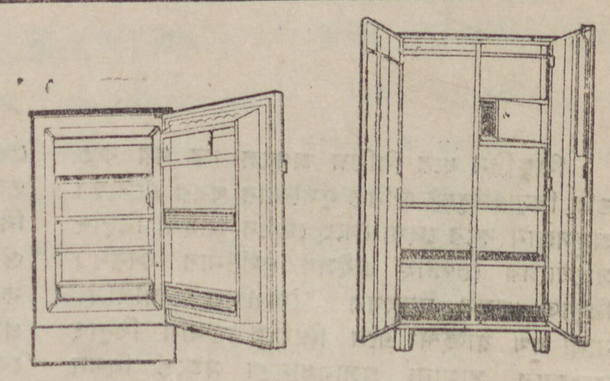

মেঃ ভকত ভাই প্রাঃ লিঃ
বোলপুর ★ বীরভূম
পিন : ৭৩১২০৪
ফোন নং ২৪১